দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5/7/83 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

আহতরা হাসপাতালে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ বিস্ফোরণ ও লাঠালাঠি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গোলাগুলি, বিস্ফোরণ, লাঠালাঠি, হামলা, মিছিল, পাল্টা মিছিল, স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানের এক ভয়াবহ পরিবেশ গতকাল সারাদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিরাজ করে।

প্রায় আড়াই ঘন্টারও বেশী স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত হয় বহু ছাত্র। সাতজন আহতকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ১১ জন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে আহত অনেকেই হাসপাতালে যাননি।

দু দল ছাত্রের এই সংঘর্ষের সময় একজন প্রেস ফটোগ্রাফারের মোটর সাইকেলে অগ্নি সংযোগ ও অপর একজনের মোটর সাইকেলের ক্ষতিসাধন করা হয়। সৃষ্ট সন্ত্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, অফিস ও লাইব্রেরীর স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ থাকে। দু দলের এই সংঘর্ষের সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অনেক দূরে ছিল। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে দুপুরের পর পুলিশের টহল গাড়ি নীলক্ষেত এলাকায় প্রবেশ করে।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলু আহূত দাবী দিবসের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে গতকালের সংঘর্ষ বাধে। জনাব বাবলু বটতলায় গতকাল সকালে এক সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গত জুলাই মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা এবং ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কিছু নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এ ঘটনার পর ১৭ দলীয় ছাত্রজোটের সঙ্গে তার তীব্র মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।

বাবলুর সমর্থক ও কর্মীদের সঙ্গে ১৭ দলীয় ছাত্র জোটের সমর্থক ও কর্মীদের সংঘর্ষ হয়।

সমাবেশ অনুষ্ঠানের আগেই দু দলের স্লোগান পাল্টা স্লোগানের মধ্য দিয়ে সংঘর্ষের সূচনা হয়। এর সূত্রপাত হয় মধুর ক্যান্টিন এলাকায়। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে নীলক্ষেত এলাকায়। পরস্পরের প্রতি শিলাবৃষ্টির মত ইট পাটকেল নিক্ষেপ, হকি স্টিক, রড, ছোরা নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাস এলাকা পরিণত হয় এক রণক্ষেত্রে।

এর মধ্যে থেকে থেকে ক্যাম্পাস কেঁপে ওঠে [illegible] বিস্ফোরণের শব্দে। ভীত সন্ত্রস্ত পথচারী ও যানবাহন এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে। পরে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকামুখী যানবাহনের গতি ভিন্ন দিক ফিরিয়ে দেয়।

সংঘর্ষের সময় বহু তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় ধরাধরি কিংবা রিকশায় করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আত্মগোপনকারী প্রতি-

(শেষ পৃঃ ২-এর ৫ম কঃ দ্রঃ)

গুণ্ডামির এ ঘটনা অচিন্তনীয়

—ভাইস চ্যান্সেলর

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে এম সিদ্দিক বলেন, এ ঘটনায় আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত। গুণ্ডামির এ ঘটনা অশ্রুত। বিশ্ববিদ্যালয় তো এভাবে চলে না, চলতে পারে না।

তাঁর সঙ্গে গতরাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যাপার অচিন্তনীয়। কতজন ছাত্র আহত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আমি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। পুলিশ সূত্রে যা শুনেছি হাসপাতালে নয়জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এদের বেশীর

(শেষ পৃঃ ৪-এর ৬ঃ কঃ দ্রঃ)

গুণ্ডামির এ ঘটনা

(১ম পৃঃ পর)

ভাগই বহিরাগত, কলেজ ছাত্র। তিনি জানান, সকালে তিনি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। এসব পটকা না গ্রেনেড তা তিনি বলতে পারেন না।

তিনি জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি গতকাল সন্ধ্যার পর আবাসিক হল সমূহের প্রভোস্টদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

পক্ষের সমর্থকদের ধরার জন্যে এক দল তরুণকে রোকেয়া হলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালাতে দেখা যায়। বহু কষ্টে হল কর্তৃপক্ষ এদের নিবৃত্ত করেন। একদল সশস্ত্র তরুণ সাবেক প্রোভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের বাস ভবনে ঢুকেও তল্লাশী চালায়।

হিংসায় উন্মত্ত দু দল ছাত্রের হানাহানিতে নীলক্ষেত এলাকা এখনও থমথমে। অনেক আবাসিক ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে গেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, যে সাতজনকে ভর্তি করা হয়েছে তারা সবাই রডের প্রহারে মাথায় আঘাত পেয়েছেন। ভর্তি আহতদের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাকী পাঁচজন বিভিন্ন কলেজের ছাত্র। একজন সংজ্ঞাহীন থাকায় পরিচয় জানা যায়নি।

এরা হলেন: শামীম (২৫) হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, কামরুল হাসান (২২) নিউ পল্টন কলেজ, সৈয়দ (২২) হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, জাকির হোসেন (২৫), তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সুলতানুল ইসলাম দীপক (২২) হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, খন্দকার (২৫) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অজ্ঞাতনামা (৩০)।

শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া ও সম্পাদক জনাব এ কে আজাদ চৌধুরী গতকালের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ভীতিজনক প্রদর্শনীর ফলে ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র আহত হয় ও এক পর্যায়ে একজন শিক্ষকের বাসা আক্রান্ত হয়। এ ধরনের ঘটনার মহড়া কয়েকদিন ধরে চলছিল বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এই ঘটনাকে ঘৃণ্য ও দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে এর নিন্দা করেছেন। এ ধরনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না অথবা নাই বলে তাঁরা জানান।

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি এবং মহানগরী আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার নিন্দা করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করা হয়।

ডাকসু সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজনের বিবৃতি

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলু, ছাত্রনেতা দেলোয়ার হোসেন রাজা ও আজম খান এক বিবৃতিতে বলেন যে ১৮টি রাজনৈতিক দলের একটি ভাড়াটে বাহিনী ফ্যাসিবাদী কায়দায় অকস্মাৎ তাদের ছাত্রসভায় হামলা চালানোর প্রয়াস পায়। তারা বটতলায় সমবেত শান্তিপূর্ণ সাধারণ ছাত্রদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড ও হকিস্টিক দিয়ে হামলা চালালে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র আহত হয়। এসব বহিরাগতরা সচেতন ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে তারা দাবী করেন।

তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্র গ্রুপের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এফ রহমান হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, মহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, শহিদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও জসীমউদ্দীন হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক।

১৭টি ছাত্র সংগঠনের নিন্দা

১৭টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারকীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে। ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলুর নেতৃত্বে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে।